...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
সাধারণ শাখা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ জাকির হোসেন বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৪.০৪.২০২৪ খ্রিঃ।
সভার সময়	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এঁর সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট “ক”।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১.৩ সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা আহবানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এ কার্যালয় ও আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাগণ কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানই নয় বরং সকল অফিস বিশেষ করে বেসরকারি এনজিও, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদসহ সকল স্তরের সেবা গ্রহীতা ও সেবাদাতাদের এগিয়ে আসতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো যথাযথ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন আবশ্যক মর্মে সকল সদস্য সভায় গুরুত্ব প্রকাশ করেন।

জনাব মো: ময়নুল হক, সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, দিনাজপুর বলেন তাঁর কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চলমান কর্মসূচিসমূহের শতভাগ বিতরণ করা হচ্ছে। বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা যথাসময়ে বিতরণ করা হচ্ছে। উপকারভোগী নির্বাচন করে কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের অনলাইনে ডাটাবেইজ তৈরি করা হচ্ছে। ডাটাবেইজে অর্ন্তভূক্ত উপকারভোগীরা এর আওতায় আসবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান।

জনাব মো: আমিরুল ইসলাম সরকার, সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, দিনাজপুর বলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও অফিসে সিলিন্ডারে গ্যাস বিস্ফোরণ ও গ্যাসের সিলিন্ডারে আগুন লাগলে কিভাবে নেভানো যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সেবা সহজীকরণ ও মানুষের দোঁড়গোড়ায় সেবা পৌছানো নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনাব মো: আলমগীর কবির, সহকারী পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, দিনাজপুর বলেন সুশাসন প্রতিষ্ঠা তখনই হবে যখন সেবা প্রদান প্রতিশুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হবে এবং কোন অভিযোগ আসবে না। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

জনাব মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, উপপরিচালক, দুদক, জেকা, দিনাজপুর বলেন যে, সেবা নিতে আসা সেবাগ্রহীতাগণ বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি নজরে রাখতে হবে। সঠিক সময়ে সেবা দিতে পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা দ্রুততম সময়ে হবে বলে আমি মনে করি।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল অফিস বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থাও এর সাথে সম্পৃক্ত। বেসরকারি এনজিও, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদসহ সকল স্তরের সেবা গ্রহীতা ও সেবাদাতাদের এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের সকল জনগন যেন ঘরে বসে সরকারের সকল সেবা পেতে পারে দুর্নীতি মুক্ত অবস্থায়। সকল সরকারি অফিস প্রধান, কর্মকর্তা/কর্মচারীর উচিত সময়মত অফিসে আসা এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করা। তাহলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে বলে তিনি মনে করেন।

০২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে তাদের কার্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চলমান কর্মসূচির তথ্যাদি জানতে চাওয়া হলে সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	স্ব স্ব দপ্তরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম জোড়দারকরণ:	স্ব স্ব দপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল ২০২৩-২৪ এর সফল বাস্তবায়নে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। এছাড়া দুর্নীতি বিষয়ে সহায়ক কার্যক্রম সমূহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	স্ব স্ব দপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়ন এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), রংপুর বিভাগ ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার (আইসিটি শাখা) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।
০২	নৈতিকতা কমিটি শক্তিশালীকরণ:	নৈতিকতা কমিটি শক্তিশালীকরণ বিষয়ে আলোচনা হয়। মাঠ প্রশাসনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই কমিটি কিভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে এবং সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়।	নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে, এবং সভার কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ।
০৩	সেবা সহজীকরণ:	সেবাগ্রহীতাদের প্রতি সদাচরণসহ প্রত্যাশানুযায়ী সেবা সহজীকরণ নিশ্চিতকরণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। সেবা প্রদানে অনলাইন সিস্টেমের ব্যবহার বাড়িয়ে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। সেবার মান বৃদ্ধির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রংপুর বিভাগ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ।

০৪	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সভায় স্ব-স্ব কার্যালয়ে সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রণয়ন করে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। সেবাদান প্রতিশ্রুতি স্ব স্ব কার্যালয়ের জনসম্মুখে ও দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণসহ ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার জন্যও অনুরোধ করা হয়।	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে এবং সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি/ Citizen Charter) স্ব স্ব কার্যালয়ের জনসম্মুখে ও দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবং ওয়েব পোর্টালে আপলোড করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রংপুর বিভাগ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান
০৫	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন:	সরকারি দপ্তরসমূহে কোন ব্যক্তি কিভাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তথ্য পাবেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তার করনীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সরকারি সকল দপ্তরের প্রত্যেক দপ্তর তাদের তথ্য বাতায়ন (ওয়েব পোর্টাল) হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান করবেন। ২। প্রত্যেক দপ্তর তাদের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল) রংপুর বিভাগ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ।
০৬	কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও স্ব স্ব কার্যালয়ে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম যেমন টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ / নথি বিনষ্টকরণ/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি /মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।	স্ব স্ব কার্যালয়ে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম যেমন টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ / নথি বিনষ্টকরণ/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি /মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), রংপুর বিভাগ
০৭	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন:	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সুধীজনদের সমন্বয়ে সভা আয়োজন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	অংশীজনদের নিয়ে নিয়মিত সভা আয়োজন করতে হবে এবং প্রতি ত্রৈমাসিকে সভার কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), রংপুর বিভাগ

পরিশেষে সভাপতি দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। অত:পর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

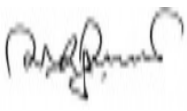

মোঃ জাকির হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৭.০০০০.০০৫.০৬.০০৬.২২.২৪৬

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩১
২৮ এপ্রিল ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)/(রাজস্ব), রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৪) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৫) জেলা প্রশাসক, ...(সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৬) বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, রংপুর বিভাগ, রংপুর (বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির, জন্য)।

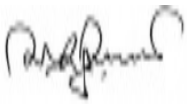

মোঃ জাকির হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার